চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১১.০৩.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আগ্রাবাদ ঢেবার পাড়ে ওয়াকওয়ে করতে চান মেয়র ডা. শাহাদাত

নগরীর আগ্রাবাদের ঢেবার পাড়ে নাগরিকদের সুস্থ বিনোদনের সুযোগ গড়তে ওয়াকওয়েসহ উন্মুক্ত স্থান করার মাধ্যমে ঢেবাটিকে দখলদারদের হাত থেকে বাঁচাতে চান চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। মঙ্গলবার এ লক্ষ্যে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে নগরীর বিভিন্ন সেবা সংস্থার সাথে সভা করেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. নুরুল করিম, বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এস. এম. মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক (জিএম) মো. সুবক্তগীন, চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামসহ সেবা সংস্থাসমুহের উর্ধ্বতন কর্মকতাবৃন্দ।সভায় মেয়র বলেন, আগ্রাবাদ ঢেবা হতে পারে নাগরিকদের চিত্ত-বিনোদনের স্থান। নগরীতে মানুষ একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে এমন উন্মুক্ত স্থান কম। ঢেবার পাড়টিকে যদি আমরা সৌন্দর্যবর্ধন করে ওয়াকওয়ে আর বসার স্থান করে দিতে পারি তাহলে মানুষ সেখানে হাটতে পারবে, অবসরে সময় কাটাতে পারবে।এখন যেহেতু সংস্থাগুলোর মধ্যে আগের মত দ্বন্দ নেই, সবাই আমাকে সহযোগিতা করছেন সেহেতু এ সুযোগে নাগরিকদের জন্য আমি আগ্রাবাদ ঢেবার পাড়ে ওয়াকওয়ে করার মাধ্যমে ঢেবাটিকে আমি রক্ষা করতে চাই। অন্যথায় একদিন এই ঢেবাটি দখলদারদের করালগ্রাসে হারিয়ে যাবে। এসময় সভায় ঢেবার ভূমির মালিকানার বিষয়ে বন্দর ও রেলওয়ের মধ্যে মতভিন্নতা আছে বলে উঠে আসে। এ প্রেক্ষাপটে মেয়র বলেন, আমি চিরকাল মেয়র থাকবনা। আপনারাও যারা বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্বে আছেন তারাও আজীবন সংস্থার দায়িত্বে থাকবেননা। তাই, আমাদের নাগরিকদের প্রয়োজনে উদার হতে হবে। আসুন আমরা সবগুলো সংস্থা মিলে অবহেলিত এ জায়গাটিতে নাগরিকদের সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করে দেই।মেয়রের প্রস্তাবে সায় দিয়ে উপস্থিত বিভিন্ন সেবা সংস্থার শীর্ষ কর্তাবৃন্দ আগামী সপ্তাহে ঢেবার পাড় এলাকা পরিদর্শন করে সবগুলো সংস্থা সম্মিলিতভাবে সেখানে সৌন্দর্যবর্ধনের সম্ভাবতা যাচাই করার সিদ্ধান্ত নেন। সভায় অস্ট্রেলিয়ায় ড্রেনেজ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ড. আবদুল্লাহ আল মামুন এবং পরিবেশকর্মী শাহরিয়ার খালেদ নগরীর জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে প্রাধিকার ভিত্তিতে জরুরি করণীয় বিষয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন। জলাবদ্ধতা প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতা চট্টগ্রাম নগরের অন্যতম বড় সমস্যা। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রামের ৭১টি খালের মধ্যে বর্তমানে ৫৭টির অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৬টি খালে কাজ চলছে। বাকি ২১টি খালের উন্নয়নে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যা নগরের বাসিন্দাদের জন্য বড় অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিডিএ যে ৩৬ টি খাল খননে কাজ করছে সে প্রকল্পটি চসিকে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে এ কাজটি সিডিএ'কে দেয়ায় নগরবাসী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছি। চট্টগ্রামকে জলাবদ্ধতামুক্ত করতে হলে বাকী ২১টি খালও খনন করতে হবে। ড. আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসণে অনেকগুলো প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। তবে, প্রকল্পগুলো ব্যর্থ হয়ে যাবে যদিনা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের পর সঠিকভাবে পরিচালনা ও মেইনটেনেন্স এ জোর দেয়া না হয়। বিশেষ করে জলাবদ্ধতা নিরসনে বৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ডাটাভিত্তিক সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। চসিকের উচিত এজন্য একটি স্বতন্ত্র আইটি সেল করা যাদের কাজ থাকবে বিভিন্ন সংস্থা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এগুলো নাগরিকদের জন্য উন্মুক্ত অনলাইন প্লাটফর্ম পরিচালনা করবে। এ প্লাটফর্ম থেকে যে কেউ বাড়ি করার আগে আগামী ১০০ বছরে অত্র এলাকার জলসীমা সম্পর্কে জানতে পারবে। শুধু প্রকল্প না করে অটোমেশন এবং প্রকল্প সচল রাখতে দক্ষ জনবল গড়ার বিষয়েও মনোযোগ দিতে হবে। এ বিষয়ে অন্যান্য সংস্থাগুলোর সাথে চসিককে একসাথে কাজ করতে হবে।"নগরীর স্লুইসগেটগুলো নিয়মিত মনিটরিং করা প্রয়োজন। খাল খননের পাশাপাশি নদীতে জলপ্রবাহ ঠিক রাখতে সিলট্র্যাপ নির্মাণ প্রয়োজন। ভাসমান ডেব্রিস কালেক্টর ব্যবহার করে স্রোতে ভাসমান পলিথিন-প্লাস্টিক যদি আটকে ফেলা যায় তাহলে জলস্রোত ঠিক থাকবে, যা জলাবদ্ধতা কমাবে। আগামী বর্ষা আসার আগেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে খনন করলে জলাবদ্ধতার সমস্যা কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে।"সভায় নগরীতে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়ে এবং জলাবদ্ধতা হ্রাসে বিভিন্ন মতামত উঠে আসে।

শিশু ধর্ষণের প্রতিবাদে মহানগর মহিলাদলের মানববন্ধনে ডা. শাহাদাত হোসেন
ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শাস্তির আইন পাশ করতে হবে

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ও মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের সময় থেকেই মানুষ তাদের সকল মৌলিক অধিকার হারিয়েছে। ১৫ বছর তো শেখ হাসিনা সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে। দেশে বর্তমানে কোথাও নারীদের নিরাপত্তা নেই। প্রশাসনের কর্তৃত্ব না থাকায় ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাচ্ছে। শিশু আছিয়া ধর্ষণের ঘটনা বিগত সরকারের

অনৈতিক শাসনেরই ধারাবাহিকতা। তাই এখন এই প্রথা ভেঙ্গে রাষ্ট্রকে একটা নৈতিক জায়গায় আনতে হবে। একটা বৈধ সংসদে ধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শাস্তির আইন পাশ করতে হবে। আওয়ামী লীগের একতরফা নির্বাচনের সময় সুবর্ণচরে বিএনপির যারা ভোট দিতে গিয়েছিল তাদেরকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। এখন আমাদেরকে এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আছিয়ার ধর্ষণকারীদের শাস্তির আওতায় এনে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি মঙ্গলবার (১১ মার্চ) দুপুরে নগরীর লালখান বাজার আমিন সেন্টারের সামনে মহিলাদলের মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। চট্টগ্রাম মহানগর মহিলাদলের উদ্যোগে মাগুরায় ৮ বছরের শিশু আছিয়াকে ধর্ষণের প্রতিবাদে ও ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।চট্টগ্রাম মহানগর মহিলাদলের সভাপতি মনোয়ারা বেগম মনির সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জেলি চৌধুরীর পরিচালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, অপরাধী অপরাধ করার আগে আইনের প্রয়োগ যদি ঠিকঠাক থাকত, আইনের শাসন যদি প্রয়োগ করা হতো, তাহলে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। তিনি দ্রুততম সময়ে ধর্ষণকারীদের বিচারের আওতায় এনে সবাইকে আছিয়ার পরিবারের পাশে থাকার আহবান জানান। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আবুল হাশেম বক্কর বলেন, ধর্ষণ শেখ হাসিনার আমলে গণধর্ষণে পরিণত হয়েছিল। বিচারহীনতার কারণে এই সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই বিচারহীনতার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় নারী ও শিশু ধর্ষণের হার দিন দিন বাড়ছে। তাই ধর্ষণের মামলার বিচার দ্রুত সময়ের মধ্যেই নিশ্চিত করতে হবে। এতে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর মহিলাদলের সি. সহ সভাপতি সকিনা বেগম, সহ সভাপতি মারিয়া সেলিম, এড. আশরাফী বিনতে মোতালেব, রেনুকা বেগম, রেজিয়া বেগম মুন্নী, মাহমুদা আক্তার ঝর্ণা, ফারহানা জসিম, সি. যুগ্ম সম্পাদক রাবেয়া বেগমর রাবু, যুগ্ম সম্পাদক শামসুন্নাহার প্রেমা, জাহানারা চৌধুরী, কামরুন নাহার, সাংগঠনিক সম্পাদক তাসলিমা আহমেদ লিমা, ফারহানা রোজা, হাবিবা বেগম প্রমূখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮